সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

Centre for Advanced Research and Social Action (CARSA)

কারসা

উপস্থাপনায়

**অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল**

নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)

Centre for Advanced Research and Social Action (CARSA)

# চেয়ারম্যান-এর বাণী

**সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

বিগতকে পেছনে রেখে এগিয়ে চলা জীবনের চিহ্ন। সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)'র প্রবৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি আমাদেরকে নতুন আয়োজনের স্বপ্ন দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনারা জানেন, বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় গতিশীলতা রাখতে এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ভূমিকা কতখানি মূখ্য। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে কারসার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সফলতা আমাদেরকে এ কাজে অংশীদারীত্বের গৌরব দান করেছে।

করোনাকাল থেকে মধ্যম আয়ের মানুষকেও বিকল্প আয়ের কথা ভাবতে বাধ্য হতে হচ্ছে। কোন দেশের আর্থিক প্রবাহ কমে গেলে জনমনে যে আশংকা দেখা দেয়, প্রয়োজন হয় নতুন আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্র। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নতুন উদ্যোক্তা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছেন। তরুণ উদ্যোক্তারা সুন্দর আগামীর জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছেন। মানুষের আয়ের ব্যবস্থা করার মত প্রতিষ্ঠানগুলোও পাশাপাশি কাজ করে চলেছে। স্বল্প পরিসরে হলেও তাদের পাশে থাকতে পেরে আমরা আনন্দিত।

সকলেই অবগত আছেন ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পসমূহ নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে কাজ করলেও বর্তমানে এর পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুনভাবে তরুণরা ঋণ নিয়ে প্রকল্প তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। যুক্ত হচ্ছেন কৃষি ও প্রক্রিয়াজাতরণ ক্ষুদ্র শিল্পে। নবায়নযোগ্য প্রকল্পেও তরুণরা যুক্ত হচ্ছেন, যা আমাদের আশান্বিত করে। বিভিন্ন কুটির শিল্প আমাদের ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যকে আমরা নানাভাবে উৎসাহিত করেছি। কুটির শিল্পের উৎপাদনে বিনিয়োগের মাধ্যমে যেমন শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার কর্তব্য করছি, তেমনি কুটির শিল্পের প্রসার বৃদ্ধিতে বাজার তৈরি ও ভোক্তা হিসেবে নিজেদের অবস্থান বিনির্মাণে কাজ করে চলেছি। আমরা সকল কুটির শিল্পীর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

অতীতে আমরা জাতি হিসেবে অত্যন্ত তেজস্বীতার পরিচয় দিয়েছি। আমাদের আছে সোনালী গৌরব। নতুন শতাব্দীর নতুন জীবন চক্রের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে শিল্প ও প্রযুক্তির পাশাপাশি ঐতিহ্যকে সমান সম্মান করতে হবে। সেই হিসেবে, আমরা শপথ নিতে চাই প্রতিটি তরুণ যেন নিজের দেশ ও জাতির আত্মমর্যাদাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার যোগ্য হয়ে ওঠে। এজন্য আমরা তরুণদেরকে বিশেষভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সকল ব্যবসায়ীদের সৎভাবে মুনাফা নির্ধারণের লক্ষ্য স্থির করতে হবে। সেই অভ্যাস তরুণ বয়স থেকেই করা দরকার। বিভিন্ন সুবিধাবাদী গোষ্ঠির তৎপরতার বাইরে নিজস্ব মানসিক জোর রেখে তাদের সততার সাথে দৃঢ়ভাবে টিকে থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, মানুষের অসহয়তার সুযোগ নিয়ে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করা অনৈতিক কাজ।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রতিকুলতা তৈরি হয়। পারস্পারিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভ্যাস জরুরি। বেসরকারি উদ্যোগসমূহ এই সকল অস্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুরু থেকেই এদেশের নারীদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সফলতা এলেও সাংস্কৃতিক উদারতা নির্মাণে সফলতা ব্যহত হতে দেখা গেছে। সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির কন্যারা দেশের জন্য বিভিন্নভাবে গৌরব বয়ে আনছে। সম্মিলিতভাবে তাদের যত্ন ও নিরাপত্তা দিতে হবে। অপরিসীম সাহসীকতা ও পরিশ্রমের সাথে এ সকল প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিয়ে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন, ভবিষ্যতেও করে যাবেন।

এখন একটি বিরাট অংশের নারী উদ্যোক্তা নিজের আয়ের পাশাপাশি অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের মাধ্যম সৃষ্টি করেছেন। নিদারুন প্রতিকুলতা পার করে তারা নিজেদের অবস্থান তৈরি করেছেন, করে চলেছেন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এই অর্জনের অংশীদার। নারী বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে কিছু মানুষ আমাদের এই অর্জনকে পেছন থেকে আঘাত করতে সদা তৎপর। তাদেরকে সচেতন করতে হবে। বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে নারীর অর্জনের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক সাংগঠনিক অঙ্গনে নারীদের আরো বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের ইতিহাসের মত একদিন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষেরা এ সকল সোনালী অর্জনের ফল ভোগ করবে।

দেশের বিপুল সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে উন্নয়নের লক্ষ্য অব্যাহত রাখতে পারলে বাংলাদেশ একদিন সত্যিকারের এশিয়ান টাইগার হয়ে উঠবে। আমরা যদি আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলি সমাজে বিকাশ অব্যাহত থাকবে আশা রাখি। এ লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় সংস্থার কর্ম এলাকায় সমৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে যুবদের নিয়ে বিভিন্ন কাজ সফলভাবে পরিচালনা করছি। পরিশেষে কারসার সকল কর্মী, কর্মকর্তা, সহযোগী ও শুভার্থীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি কারসার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্যদেরকে। কারসার কার্যক্রমে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে এমআরএ, পিকেএসএফ এবং জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাচ্ছি।

সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছান্তে,

**(মোঃ মতিউর রহমান)**
চেয়ারম্যান।

# নির্বাহী পরিচালক-এর বাণী

**সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।**

বিদায়ী অর্থবছরে সকলের প্রচেষ্টার ফলে পাওয় সকল অর্জন আমাদেরকে বিকশিত করেছে। করোনা মহামারী পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নতুন কাজ ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এ অর্জন আমাদের সকলের। বিগত বছরসমূহে করোনা মহামারি ও তৎপরবর্তী আর্থিক ধকলে কারসার নিজস্ব প্রবৃদ্ধির গতি কিছুটা মন্থর হলেও আলোচ্য অর্থবছরে সে ক্ষতি থেকে বেরিয়ে আসা গেছে এবং সংস্থার উন্নতি হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আর্থিক সচলতার সাথে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের যোগসূত্র থাকার কারণে আর্থিক ক্ষতি তৃণমূল অর্থব্যবস্থাকে নিশ্চিত বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। করোনা মহামারীর পরে দেশব্যাপী অর্থনৈতিক ধ্বস মোকাবেলা করতে গিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের অসহায়ত্ব সকলকে বিচলিত করেছে। অর্থনীতির মেরুদন্ড সচল রাখতে সর্বস্তরের মানুষ নিজের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েছেন। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পসমূহ সংস্থার সদস্যদের অর্থ উপার্জনের ভিত্তি মজবুত করতে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।
নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রচেষ্টা এগিয়ে নিতে ভীষণভাবে তৎপর রয়েছে। নানাভাবে স্বল্প আয়ের মানুষকে উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করে যেমন সরাসরি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে, তেমনি নতুন নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়েছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বাজার তৈরিতে সহায়তা করেছে। তরুণদের মাঝে আশা জারি রাখতে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা অপরিসীম। এই অবস্থা ধরে রাখতে গণমানুষের সাথে যুক্ত থেকে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে কারসা। কেননা আমরা জানি অর্থের প্রবাহ তৃণমূল অঞ্চলসমূহে প্রাণ সঞ্চার করে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নের সমতা নিশ্চিত না করা গেলে সে উন্নয়ন টেকসই হয়না। বিশ্বের যে দেশগুলো উন্নত দেশের রোল মডেল হয়েছে, দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখা গেছে সে সকল দেশের উন্নয়ন মডেল আপামর মানুষের, প্রাণ ও প্রকৃতির সাথে ভারসাম্যপূর্ণভাবে হয়েছে। ফলে তারা উন্নয়নে স্থায়ীত্ব অর্জন করেছে। সেসব দেশকে আমাদের যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজস্ব প্রতিবেশে মানানসই টেকসই ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীবনাচারণের ধারাবাহিক বিবর্তনকে ক্ষতি না করে উন্নত দেশগুলো এ অবস্থায় এসেছে। সকলকে তাদের নিজ কাজে দায়ীত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে। তবেই আমরা একটি করে সফলতার গৌরব উদযাপন করতে পারবো।
সদস্যরা হলেন একটি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। এ কথা বিবেচনায় রেখে আমরা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগের উদ্যোগ নিয়েছি। অধিকাংশ প্রকল্প সফলতার সাথে উন্নতি করছে। সদস্যদের সমস্যায় তাদের পাশে থাকতে পারার অর্জনটুকু আমাদের সমৃদ্ধ করেছে। নিম্ন আয়ের মানুষ, ভূমিহীন বিত্তহীনকে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে যুক্ত করতে পারার অর্জন যেমন আমাদের গর্বিত করে, তেমনি নিম্ন মধ্য অবস্থানের ব্যবসা উদোগে ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে একসাথে বেশি সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। যা পরবর্তী বিনিয়োগ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। আমরা এ সকল উদ্যোক্তাদের ক্রমাগত সাফল্য কামনা করি।

বরাবরের মত দেশের অর্থনীতিতে নিজেদের ক্ষুদ্র পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহণ কাজ অব্যাহত রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারসার ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী উদ্যোমী কর্মী-কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে সকলকে তার জায়গা থেকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্যও আহ্বান জানাচ্ছি। সকলে যদি তার জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন, সফলতা আসতে বাধ্য।

কারসার কার্যক্রম পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতার জন্যে সংস্থার চেয়ারম্যান এবং নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সার্বিক সহযোগিতার জন্য পিকেএসএফ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পর্যবেক্ষণ ও মতামত প্রদান করে সংস্থার কার্যক্রমকে তত্ত্বাবধায়ন করার জন্য এমআরএ-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সার্বিক সহযোগিতার জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মসসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভেচ্ছান্তে,

**অধ্যাপক আবুল হোসেন আহমেদ কামাল।**
নির্বাহী পরিচালক।

## কারসা পরিচিতি

দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আটকে থাকা বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের পরিবর্তন করতে নিশ্চিত অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অংশীদার হিসেবে দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৬ সালে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা) কাজ শুরু করে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সহায়ক কাজ সৃষ্টি ও পরিচালনা করতে অর্থ বিনিয়োগের সামর্থ্য না থাকার কারণে দারিদ্র্য নিরসন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনমানের উন্নয়ন করতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। কারসা অনুধাবন করে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঋণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এবং ঋণ প্রাপ্তি দরিদ্র মানুষের অধিকার। সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন করা গেলে মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে যাওয়া যাবে। মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য কাজ করতে পারলে জীবনমানের উন্নয়ন করার পদক্ষেপও নিশ্চিত হয়। জীবনমানের উন্নতি করতে হলে সামগ্রিক ভাবে কাজ করতে হবে। শুরুতেই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ না করলেও এই উপলব্ধির জায়গা থেকে কারসা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণর চার দশকের ইতিহাসে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ের ব্যবস্থার সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ অনেক বড় ভূমিকা রাখছে।

১৯৯৮ সাল থেকে কারসা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে সম্পৃক্ত হয়। উল্লেখ্য, অদ্যাবধি কারসা পিকেএসএফ-এর কর্ক্রমের অংশীদার হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

## লক্ষ্য

সদস্যদের স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুনের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাঠামোর আওতাভুক্ত করে দারিদ্র্য দূর করা এবং এলাকার শিক্ষিত বেকার নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

## উদ্দেশ্য

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমিহীন বিত্তহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, আয় বৃদ্ধি করা, সচেতনতা সৃষ্টি করা ও ক্ষমতায়ন করা।

## মূল্যবোধ

নবধারা প্রবর্তন, অন্তর্ভুক্তি করণ, ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও নিষ্ঠা, দলবদ্ধ কাজের প্রেরণা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা, মানবিক মর্যাদা

## প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যবৃন্দ

| | | |
|---|---|---|
| ১ | অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল | সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান) |
| ২ | অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ | সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডিরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিঃ |
| ৩ | অধ্যাপক ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ | অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ |
| ৪ | ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ | অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক |
| ৫ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর | প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি) |
| ৬ | জনাব এম.এ. মালেক | ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক |
| ৭ | জনাব রওনক আহমেদ | সমাজসেবক |

# পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা

## উপদেষ্টা পরিষদ

সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে পরামর্শ গ্রহণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ-

| | | |
|---|---|---|
| ১ | জনাব আলবাব আখন্দ | অর্থনীতিবিদ |
| ২ | জনাব আবদুর রশিদ | প্রকৌশলী ও সমাজসেবক |
| ৩ | ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ | পদার্থ বিজ্ঞানী |
| ৪ | ডাঃ আহমেদ হাসান | চিকিৎসক ও সমাজসেবক |
| ৫ | জনাব আহমেদ সেফাত | প্রকৌশলী ও সমাজসেবক |

## সাধারণ পরিষদ

সংস্থার সকল স্তরে সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কারসার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধরণী পর্যায় হলো সাধারণ পরিষদ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও সামাজিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ স্বনামধন্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সংস্থার সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদে বর্তমানে ২৭ জন সদস্য আছেন। তাঁদের নাম ও পরিচয়-

| | | |
|---|---|---|
| ১ | জনাব মোঃ মতিউর রহমান | অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সমাজসেবক |
| ২ | জনাব এ এইচ আহমেদ জামাল | ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক |
| ৩ | জনাব জয়ন্ত কুমার বসু | সমাজসেবক |
| ৪ | জনাব সৈয়দ মাঈনুল হক | সমাজসেবক ও আইনজীবী |
| ৫ | জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ | সমাজসেবক |
| ৬ | ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান | গবেষক ও সমাজসেবক |
| ৭ | জনাব তাহমিনা বেগম এমপি | অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও সমাজসেবক |
| ৮ | প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের | অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ও সমাজসেবক |
| ৯ | অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ | প্রাক্তন অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড |
| ১০ | ড. হোসেন জিল্লুর রহমান | অর্থনীতিবিদ ও প্রাক্তন উপদেষ্টা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
| ১১ | জনাব সুলতানা রেবু | সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিক্ষাবিদ |
| ১২ | জনাব রাহাত আরা বেগম | সমাজসেবক |
| ১৩ | বেগম নিলুফার | গবেষক ও সমাজসেবক |
| ১৪ | ডাঃ কাজী কামরুজ্জামান | চিকিৎসক ও সমাজসেবক (একুশে পদক প্রাপ্ত) ও চেয়ারম্যান, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল |
| ১৫ | জনাব আখতার হোসেন খান | অবসরপ্রাপ্ত সচিব ও সমাজসেবক |
| ১৬ | ড. মুহম্মদ শহীদ-উজ-জামান | নির্বাহী পরিচালক, ইকো-সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ও সমাজসেবক |
| ১৭ | জনাব এম.এ মালেক | ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক |
| ১৮ | জনাব চৌধুরী মোশাররফ হুসাইন | সমাজসেবক |
| ১৯ | জনাব হরিপদ দাস | অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও সমাজসেবক |
| ২০ | জনাব মোঃ মিজানুর রহমান | ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক |
| ২১ | জনাব আকতার হামিদ মাসুদ | সমাজসেবক |
| ২২ | জনাব মোঃ আকতার হোসেন সান্নামাত এফসিএ | চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস ও সমাজসেবক |
| ২৩ | জনাব মিফতা নাঈম হুদা | নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (সিদীপ) ও সমাজসেবক |
| ২৪ | সৈয়দা সাকিনা মমতাজ হক | সমাজসেবক |
| ২৫ | জনাব আবু নাছের আহমেদ ইসতিয়াক | অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক |
| ২৬ | জনাব অরুপ রাহী | সাংস্কৃতিক কর্মী ও সমাজসেবক |
| ২৭ | জনাব আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন | প্রভাষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজসেবক |

# কারসা'র বর্তমান নির্বাহী কমিটি

২৬ অক্টোবর ২০২০ হতে ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ৩ বছরের জন্য বা পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত (যা আগে ঘটে) সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ হলেন-

জনাব মোঃ মতিউর রহমান
চেয়ারম্যান

জনাব এ এইচ আহমেদ জামাল
ভাইস চেয়ারম্যান

জনাব জয়ন্ত কুমার বসু
ট্রেজারার

অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল
সচিব

সৈয়দ মাঈনুল হক
সদস্য

জনাব তাহমিনা বেগম, এমপি
সদস্য

জনাব মোহাম্মদ আলী আখন্দ
সদস্য

ড. সৈয়দ তারিকুজ জামান
সদস্য

প্রফেসর এ এইচ আহমেদ নাছের
সদস্য

## নির্বাহী কমিটির সভা

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কারসা'র নির্বাহী কমিটির মোট ৬টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাগুলোর নম্বর ও তারিখ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

সভা নং - ১৮০, তারিখঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২।
সভা নং - ১৮১, তারিখঃ ২৬ অক্টোবর ২০২২।
সভা নং - ১৮২, তারিখঃ ১২ ডিসেম্বর ২০২২।
সভা নং - ১৮৩, তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩।
সভা নং - ১৮৪, তারিখঃ ২৬ মার্চ ২০২৩।
সভা নং - ১৮৫, তারিখঃ ১৪ জুন ২০২৩।

প্রতিটি সভায় বিভিন্ন আলোচ্যসূচি ভিত্তিক আলোচনা শেষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সেগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে থাকেন।

## ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায় ও প্রধান কার্যালয়ে নিয়োজিত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সহায়তায় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন। নিয়ম মাফিক মাসিক ও সাপ্তাহিক সভা ছাড়াও প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে সংস্থার বিভিন্ন স্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি-

### প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের নাম ও পদবি

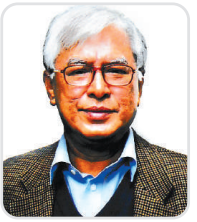

**অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন আহমেদ কামাল**
নির্বাহী পরিচালক

**জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম**
পরিচালক (এফএএম)

**জনাব মোঃ ইকরামুল হক**
সিনিয়র ডিজিএম (হিসাব)

**জনাব এম এ জলীল**
সিনিয়র এজিএম (এফএএম)

**জনাব রেক্সোনা পারভীন**
এজিএম (এফএএম)

**জনাব দানিয়েল হালদার**
অফিসার (হিসাব ও আইটি)

**জনাব রুবেল বকাউল**
গাড়ি চালক

**খন্দকার মো: সফিকুল ইসলাম**
পিওন

## সামাজিক কার্যক্রম

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান
পরিচালক, সামাজিক কার্যক্রম

## মনিটরিং সেল

জনাব মোঃ এনামুল হক মিঞা
সিনিয়র এজিএম

জনাব মোহাম্মাদ ইউনুস আলী
সিনিয়র এএম

জনাব তৌহিদুজ্জামান
এএম

## এরিয়া ম্যানেজার

জনাব মোহাম্মদ আসাদউজ্জামান
শরীয়তপুর এরিয়া

জনাব শহিদুল ইসলাম
মাদারীপুর এরিয়া

জনাব মো: নাহিদ হাসান
ভাংগা এরিয়া

# ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

মোঃ বশির আহমেদ
মস্তফাপুর

মোঃ আক্কাছ আলী
সাহেবরামপুর

বিমল চন্দ্র রায়
ভাংগা

মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা
কার্তিকপুর

আল আমিন শরীফ
গোসাইরহাট

মোঃ কামরুল হাসান
শিবচর

মোহাম্মদ আল-ইমরান
জাজিরা

মোঃ নাসিরউদ্দিন মোল্লা
কালকিনি

মোঃ নজরুল ইসলাম
মাদারীপুর

মোঃ ছালাম হোসেন
আংগারিয়া

মোঃ রফিকুল ইসলাম
কালামৃধা

মোঃ সেলিম হোসেন
দত্তপাড়া

সুব্রত সিকদার
নড়িয়া

আঃ রাজ্জাক
ভেদরগঞ্জ

মোঃ আলী আজগর
টেকেরহাট

জুবায়ের হোসেন
মহারাজপুর

মোঃ রিপন হাওলাদার
আলীনগর

মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম
সদরপুর

মোঃ ফরিদ উদ্দিন
ছিলারচর

# সহকারি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

অমিত দাস
মাদারীপুর

রেশমা
সাহেবরামপুর

আজাদ হোসেন
মস্তফাপুর

সাগর খান
গোসাইরহাট

মোঃ মিলন হোসেন
দত্তপাড়া

মোঃ কামরুল হাসান
ভাংগা

কামরুজ্জামান
আলীনগর

সালমান শাহ
শিবচর

বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২২

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া অনুষ্ঠান।

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক ও শ্রদ্ধায় জাতির পিতাকে স্মরণ করেছে সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ এন্ড সোসাল অ্যাকশন (কারসা)। এদিন কারসার প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা অফিসে আলোচনাসভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

শহীদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ।

১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখ ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠপুত্র শেখ রাসেলের ৫৯তম জন্মদিন। এদিন কারসার প্রধান কার্যালয়ে আলোচনাসভা ও দোয়ার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় দূর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২২ পালন।

সূচনা মহিলা সমিতির সদস্য তাজমিনা শিল্পী-র কন্যা সামিয়া জান্নাত-কে শিক্ষাবৃত্তির চেক তুলে দিচ্ছেন কারসার ভেদরগঞ্জ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব আঃ রাজ্জাক।

কামিনী মহিলা সমিতির সদস্য ঝর্না বেগম-এর পুত্র ইমতিয়াজ সাইম-কে
শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করছেন কারসার কালামৃধা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার জনাব মো: রফিকুল ইসলাম।